রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, মে ৬, ২০১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

স্থানীয় সরকার বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

তারিখঃ ২১ বৈশাখ, ১৪২২ বঙ্গাব্দ/০৪ মে, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

এস, আর, ও নং ৮৯-আইন/২০১৫।—স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন) এর ধারা ৯৬, ধারা ৪৮ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথাঃ—

১। **শিরোনাম**।—এই বিধিমালা স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর গঠন, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও চাকুরির শর্তাবলী সম্পর্কিত বিধিমালা, ২০১৫ নামে অভিহিত হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়—

(১) 'আইন' অর্থ স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);

(২) 'ইউনিয়ন' অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (৫) এ সংজ্ঞায়িত ইউনিয়ন;

(৩) 'ইউনিয়ন পরিষদ' অর্থ আইনের ধারা ১০ এর অধীন গঠিত ইউনিয়ন পরিষদ;

(৪) 'উপজেলা নির্বাহী অফিসার' অর্থ সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(৫) 'কর্মদিবস' অর্থ কার্যদিবসও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৬) 'গ্রাম পুলিশ বাহিনী' বা 'বাহিনী' অর্থ আইনের ধারা ৪৮ এর বিধান পূরণকল্পে উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত দফাদার ও মহল্লাদার সমন্বয়ে গঠিত গ্রাম পুলিশ বাহিনী বা বাহিনী;

মূল্য ঃ টাকা ২৪.০০

(৭) 'চেয়ারম্যান' অর্থ সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান;

(৮) 'জেলা প্রশাসক' অর্থ সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক;

(৯) 'তফসিল' অর্থ এই বিধিমালার কোন তফসিল;

(১০) 'দফাদার' অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহল্লাদার পদ হইতে পদোন্নতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি;

(১১) 'নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ' অর্থ উপজেলা নির্বাহী অফিসার;

(১২) 'পদোন্নতি কমিটি' অর্থ বিধি ৯ এর অধীন গঠিত পদোন্নতি কমিটি;

(১৩) 'বাছাই কমিটি' অর্থ বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন গঠিত বাছাই কমিটি;

(১৪) 'ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা' অর্থ সংশ্লিষ্ট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(১৫) 'মহল্লাদার' অর্থ নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহল্লাদার পদে নিয়োগপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

নিয়োগ, পদোন্নতি, অবসর গ্রহণ, ইত্যাদি

৩। **নিয়োগ পদ্ধতি**।—(১) এই অধ্যায়, তফসিল-১, এবং সরকার কর্তৃক জারীকৃত নির্দিষ্ট কোটা ও অন্যান্য নিয়মাবলী প্রতিপালন সাপেক্ষে, মহল্লাদার ও দফাদার পদে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নিয়োগদান করা যাইবে, যথাঃ—

(ক) সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে; এবং

(খ) পদোন্নতির মাধ্যমে।

৪। **সরাসরি নিয়োগ**।—(১) কোন ব্যক্তি মহল্লাদার পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ লাভের জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হইবেন না, যদি—

(ক) তিনি বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) তাহার প্রয়োজনীয় শারীরিক, মানসিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে;

(গ) তাহার বয়স তফসিলে বর্ণিত বয়সসীমার মধ্যে না হয়; এবং

(ঘ) তাহার পূর্ব কার্যকলাপ সংশ্লিষ্ট থানা বা যথাযোগ্য এজেন্সীর মাধ্যমে প্রতিপাদিত হয় এবং দেখা যায় যে বাহিনীর চাকুরিতে নিয়োগ লাভের জন্য তিনি অনুপযুক্ত নহেন।

(২) মহল্লাদার পদে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন বা, সম্ভব হইলে, ওয়ার্ড হইতে নিয়োগ প্রদান করিতে হইবে।

(৩) মহল্লাদার এর শূন্য পদে লোক নিয়োগের ক্ষেত্রে, এই বিধিমালায় বর্ণিত যোগ্যতায় উপযুক্ত বিবেচিত হইলে মৃত বা অবসরপ্রাপ্ত মহল্লাদার এর পুত্র, কন্যা বা প্রত্যক্ষ পোষ্যদের অগ্রাধিকার দেওয়া যাইতে পারে।

৫। **পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ**।—(১) মহল্লাদারদের মধ্য হইতে তাহাদের কর্মতৎপরতা, সততা, দক্ষতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে দফাদার পদে পদোন্নতির মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান করা যাইবে।

(২) চাকুরির বৃত্তান্ত সন্তোষজনক না হইলে পদোন্নতি কমিটি কোন মহল্লাদারকে দফাদার পদে পদোন্নতির জন্য সুপারিশ করিবে না এবং তিনি দফাদার পদে পদোন্নতির জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন না।

৬। **শারীরিক যোগ্যতা**।—মহল্লাদার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর শারীরিক যোগ্যতার পরিমাপ তফসিল-২ অনুসারে হইতে হইবে।

৭। **নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, ইত্যাদি**।—(১) মহল্লাদারের পদ শূন্য হইলে অথবা নতুন ইউনিয়ন পরিষদ গঠন হওয়ার ফলে মহল্লাদারের পদ সৃজন হইলে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারে নিকট মহল্লাদার পদে নিয়োগের জন্য লিখিতভাবে চাহিদাপত্র পাঠাইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন চাহিদাপত্র প্রাপ্তির পর উপজেলা নির্বাহী অফিসার কোন ইউনিয়নের কোন ওয়ার্ডের জন্য মহল্লাদার নিয়োগ করা হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহার কার্যালয়সহ উপজেলা তথ্য বাতায়ন, সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ, ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের গুরুত্বপূর্ণ স্থান, ইউনিয়ন তথ্য বাতায়ন এবং হাট-বাজারে অন্যূন ১৫(পনের) কর্মদিবস সময় উল্লেখ করিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

৮। **বাছাই কমিটি**।—(১) মহল্লাদার পদে সরাসরিভাবে নিয়োগ প্রদানের উদ্দেশ্যে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সংশ্লিষ্ট উপজেলার নিম্নবর্ণিত সদস্য সমন্বয়ে একটি বাছাই কমিটি গঠন করিবেন, যথাঃ—

(ক) তদকর্তৃক মনোনীত একজন প্রথম শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা, যিনি কমিটির আহ্বায়কও হইবেন;

(খ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(গ) আনসার ও ভিডিপি কর্মকর্তা;

(ঘ) সমাজসেবা কর্মকর্তা;

(ঙ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের সচিব, যিনি উহার সদস্য-সচিবও হইবেন।

(২) বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত প্রার্থীর তালিকা তফসিল-৩ এ উল্লিখিত তথ্যাদিসহ উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(৩) বাছাই কমিটির নিকট থেকে প্রাপ্ত সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মহল্লাদার নিয়োগ প্রদান করিবেন এবং উপজেলা পরিষদের পরবর্তী সভায় উহা অবগতির জন্য উপস্থাপন করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উপজেলা নির্বাহী অফিসার সুপারিশের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান না করিলে, উহার যথাযথ কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিয়া, উপজেলা পরিষদের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করিবেন এবং উপজেলা পরিষদের সভার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৯। **পদোন্নতি কমিটি**।—(১) দফাদার পদে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে, বিধি ৮ এর উপ-বিধি (১) এর দফা (ক)-(ঘ) তে বর্ণিত কর্মকর্তাগণের সমন্বয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার একটি পদোন্নতি কমিটি গঠন করিবেন।

(২) পদোন্নতি কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে উপজেলা নির্বাহী অফিসার দফাদার পদে পদোন্নতি প্রদান করিবেন এবং উপজেলা পরিষদের পরবর্তী সভায় উহা অবগতির জন্য উপস্থাপন করিবেন।

১০। **চাকুরিতে প্রবেশের কোটা পদ্ধতি**।—সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে পরীক্ষার মেধাক্রম, শারীরিক ও মানসিক যোগ্যতার বিবরণীসহ সরকার কর্তৃক সময় সময়, জারিকৃত কোটা পদ্ধতি সম্পর্কিত নির্দেশাবলী, যতদূর সম্ভব, অনুসরণপূর্বক বাছাই কমিটি উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর নিকট একটি তালিকা সুপারিশ করিবে।

১১। **চাকুরি বৃত্তান্ত**।—(১) ইউনিয়ন পরিষদ পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক দফাদার ও মহল্লাদারের চাকুরি বৃত্তান্ত রক্ষণাবেক্ষণ করিবে এবং উক্ত বৃত্তান্ত চাকুরি বহিতে লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত থাকিবে।

(২) ইউনিয়ন পরিষদ প্রতি বৎসরে একবার প্রত্যেক দফাদার ও মহল্লাদারকে তাহার চাকুরি বহি দেখাইবেন এবং এইরূপে দেখিবার পর উহাতে লিপিবদ্ধ বিষয়াদি সঠিক ও সম্পূর্ণ বলিয়া উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট দফাদার ও মহল্লাদার তারিখসহ স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) যদি কোন দফাদার বা মহল্লাদার তাহার চাকুরি বহি পরিদর্শনকালে উহাতে কোন বিষয় ত্রুটিপূর্ণভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে বা বাদ পড়িয়াছে বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তিনি উহা সংশোধনের জন্য ১৫ (পনের) কর্মদিবসের মধ্যে বিষয়টি মৌখিক বা লিখিতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দৃষ্টিগোচর করিবেন এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সচিব চাকুরি বহিতে প্রয়োজনীয় সংশোধন করিবেন।

১২। **বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন**।—(১) দফাদার এবং মহল্লাদার কর্তৃক সম্পাদিত কার্য এবং তাহাদের আচরণ সম্পর্কিত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন সরকারি কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য ফরমে ও নিয়মে প্রস্তুত করিতে হইবে।

(২) চেয়ারম্যান বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদনের (A.C.R) অনুবেদনকারী এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতিস্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) কোন দফাদার বা মহল্লাদার তাহার বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন দেখিতে পারিবেন না কিন্তু উহাতে কোন বিরূপ মন্তব্য থাকিলে, উহার কৈফিয়ত প্রদানের কিংবা তাহাকে সংশোধনের সুযোগ দেওয়ার জন্য, বিরূপ মন্তব্যটি তাহাকে যথাশীঘ্র সম্ভব, অবহিত করা হইবে।

১৩। **অবসর গ্রহণ**।—দফাদার ও মহল্লাদারের চাকুরি হইতে অবসরের বয়সসীমা সরকার কর্তৃক, সময়ে সময়ে, সরকারি কর্মচারীদের জন্য নির্দিষ্টকৃত বয়সসীমা হইবে।

১৪। **আত্মীকরণ**।—(১) কোন কারণে কোন ইউনিয়ন বিলুপ্ত হইলে উপজেলা নির্বাহী অফিসার উক্ত বিলুপ্ত ইউনিয়নে কর্মরত দফাদার বা মহল্লাদারকে একই উপজেলার অন্য কোন ইউনিয়নে আত্মীকরণ করিবেন।

(২) কোন ইউনিয়নের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ অংশ পৌরসভা বা সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হইলে উক্ত ইউনিয়নে কর্মরত দফাদার বা মহল্লাদারকে পৌরসভা বা, ক্ষেত্রমত, সিটি কর্পোরেশনের সমপদে আত্মীকরণ করিতে হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
প্রশিক্ষণ

১৫। **গ্রাম পুলিশ বাহিনীর প্রশিক্ষণ**।—(১) দফাদার পদে পদোন্নতিপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১(এক) মাসের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় সংযুক্ত করিয়া প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন দফাদার সন্তোষজনকভাবে তাহার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিতে না পারিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে দ্বিতীয়বার প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত প্রশিক্ষণ গ্রহণে ব্যর্থ হইলে বা সন্তোষজনকভাবে প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিতে না পারিলে পদোন্নতিপ্রাপ্ত দফাদারকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মহল্লাদার পদে পদাবনতি করা যাইবে।

(৩) মহল্লাদার পদে সরাসরি নিয়োগের পর নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১(এক) মাসের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় সংযুক্ত করিয়া প্রশিক্ষণ প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন মহল্লাদার সন্তোষজনকভাবে তাহার প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিতে না পারিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে দ্বিতীয়বার প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করিবে:

আরো শর্ত থাকে যে, দ্বিতীয়বারেও তিনি প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করিতে না পারিলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়োগ বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপ-বিধি (১) এবং (৩) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া উহার অতিরিক্ত, প্রতি ২(দুই) বৎসর পর পর গ্রাম পুলিশ বাহিনীর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের আয়োজন করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অতিরিক্ত হিসাবে পুলিশ সুপার ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক, ইউনিয়ন পরিষদের সহায়তায়, দফাদার বা মহল্লাদারের জন্য, সময়ে সময়ে, তাহাদের জন্য প্রয়োজন এইরূপ বিভিন্ন ধরনের বা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হইবে।

(৬) উপ-বিধি (১) এবং (৩) এ উল্লিখিত থানায় ১(এক) মাসের প্রশিক্ষণের বিষয় ও উহাদের তত্ত্বাবধানে তফসিল-৪ অনুসারে অনুসৃত হইবে।

(৭) এই অধ্যায়ে উল্লিখিত দফাদার এবং মহল্লাদারের প্রশিক্ষণকালীন সময় চাকুরি সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বেতন-ভাতা, পুরস্কার, পদক, ইত্যাদি

১৬। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর বেতন ও উহা প্রেরণ পদ্ধতি।—(১) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে গ্রাম পুলিশ বাহিনী, উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ভাতায়, উপ-বিধি (৩) এ উল্লিখিত ব্যাংক হিসাবে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের মাধ্যমে, বেতন ও ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন।

(২) গ্রাম পুলিশ বাহিনীর বেতন ভাতার—

(অ) সরকারি অংশ জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে;

(আ) ইউনিয়ন পরিষদের সংশ্লিষ্ট অংশ চেয়ারম্যানের মাধ্যমে

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(৩) উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপ-বিধি (২) অনুসারে প্রাপ্ত দফাদার ও মহল্লাদারের বেতনের সরকারি অংশ ও ইউনিয়ন পরিষদের অংশ একত্রিত করিয়া পরবর্তী মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট দফাদার ও মহল্লাদারের ব্যাংক হিসাবে সরাসরি প্রেরণ করিবেন।

১৭। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর বিভিন্ন ভাতা ও সুবিধাদি।—গ্রাম পুলিশ বাহিনী তাহাদের বরাবরে সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে, প্রদত্ত নির্ধারিত ছুটি, ভ্রমণভাতা, শ্রান্তি বিনোদন ভাতা, অন্যান্য আর্থিক সুবিধাদি, ইত্যাদি প্রাপ্য হইবেন।

১৮। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর পোশাক-সরঞ্জামাদি, ইত্যাদি।—গ্রাম পুলিশ বাহিনী, উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক, সময় সময়, প্রদত্ত তফসিল-৫ এর টেবিলের কলাম (২) এ উল্লিখিত দ্রব্যাদি, পোশাক-পরিচ্ছদ, সরঞ্জামাদি, ইত্যাদি প্রাপ্য হইবেন এবং উক্ত টেবিলের কলাম (৩) অনুসারে উহাতে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন।

১৯। ব্যয় নির্বাহ।—এই অধ্যায়ের বিভিন্ন বিধিতে উল্লিখিত ব্যয়সহ আনুষঙ্গিক অন্যান্য ব্যয় এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে সরকার ও, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, ইউনিয়ন পরিষদের তহবিল হইতে নির্বাহ করা হইবে।

২০। পুরস্কার, পদক, সার্টিফিকেট, ইত্যাদি।—(১) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার প্রস্তাব এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সুপারিশের ভিত্তিতে জেলা প্রশাসক বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য গ্রাম পুলিশ বাহিনীকে নগদ অর্থ অথবা পদক অথবা উভয় দ্বারা পুরস্কৃত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত—

(ক) পুরস্কারের অর্থের পরিমাণ স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক; এবং

(খ) পদক সংশ্লিষ্ট যাবতীয় বিষয়াদি জেলা প্রশাসক এর কার্যালয় কর্তৃক

প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন জেলা প্রশাসক স্থানীয় উৎস হইতেও পুরস্কারের অর্থ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) জেলা প্রশাসক স্বয়ং বৎসরে **১**(এক) বার বীরত্বপূর্ণ ভূমিকার জন্য দফাদার বা মহল্লাদারকে পুরস্কৃত করিতে পারিবেন অথবা এই কার্য সম্পাদনের জন্য তাঁহার জেলার পুলিশ সুপারকে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৫) উপ-বিধি (১) এর সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া জেলা প্রশাসক অথবা উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্মক্ষেত্রে অবদানের জন্য সার্টিফিকেটও প্রদান করিতে পারিবেন।

(৬) আইন শৃঙ্খলা রক্ষা, আসামী আটক, অপরাধ প্রতিরোধ, সন্দেহজনক ব্যক্তি সম্পর্কে খবর প্রদান, ইত্যাদি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দফাদার ও মহল্লাদারের জন্য পুরস্কার প্রদানের প্রস্তাব উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট দাখিল করিতে পারিবেন।

(৭) চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের কোন দফাদার ও মহল্লাদারের কর্মতৎপরতা বীরত্বপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য হইলে তৎসম্পর্কে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিয়া তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন প্রাপ্ত প্রস্তাব উপজেলা নির্বাহী অফিসার তাহার উপজেলার অন্তর্গত ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে কোন রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে এবং তিনি স্বয়ং সার্বিক বিষয়ে সন্তুষ্ট হইলে সংশ্লিষ্ট দফাদার বা মহল্লাদারকে পুরস্কৃত করিবার প্রস্তাব জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
গ্রাম পুলিশ বাহিনীর দায়িত্ব ও কর্তব্য

২১। গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ক্ষমতা ও কর্তব্য।—(১) গ্রাম পুলিশ বাহিনী, এই অধ্যায়ে বর্ণিত ক্ষমতা প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করিবেন।

(২) দফাদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) তিনি তাহার অধীনস্থ মহল্লাদারগণের দায়িত্ব বণ্টন এবং তাহাদের কর্মকাণ্ড তদারকি করিবেন;

(খ) মহল্লাদারগণের কতর্ব্য পালনের বিষয়টি তদারকি করিবার সময় কাহারাও তাহাদের কর্তব্য পালনে কোন অবহেলা পরিলক্ষিত হইলে এই বিষয়ে উক্ত মহল্লাদারকে কারণ দর্শাইবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, মহল্লাদারের জবাব সন্তোষজনক না হইলে তাহাকে প্রাথমিকভাবে তিরস্কার করিবেন ঃ

আরো শর্ত থাকে যে, একই ধরনের অবহেলা ও ত্রুটি একাধিকবার পরিলক্ষিত হইলে বিষয়টি ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করিবেন;

(গ) সপ্তাহে কমপক্ষে ২(দুই) দিন এবং ২(দুই) রাত মহল্লাদারের কর্তব্য আকস্মিকভাবে পরিদর্শন করিবেন এবং মহল্লাদারকে তাহার কর্তব্য পালন সম্পর্কে সজাগ করিবেন;

(ঘ) তিনি নিজের পোশাক যথাযথভাবে পরিধান করিবেন এবং মহল্লাদারগণের পোশাক পরিধান যথাযথভাবে নিশ্চিত করিবেন;

(ঙ) ইউনিয়নের কোন এলাকায় অপরিচিত আগন্তুকের উপস্থিতি তাহার নিকট পরিলক্ষিত হইলে এবং শান্তিভঙ্গের কোন আশংকা দেখা দিলে বা কোন ঘটনা সংঘঠিত হইলে অবিলম্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন;

(চ) ইউনিয়ন পরিষদ নির্দেশিত অন্যান্য আইনানুগ দায়িত্ব পালন করিয়া ইউনিয়ন পরিষদকে অবহিত করিবেন;

(ছ) ইউনিয়ন পরিষদের কর, রেইট ও ফি আদায় কার্যক্রম আদায়কারীকে, প্রয়োজনে, সহায়তা করিবেন;

(জ) কম্পিউটার ও ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার খবর প্রাপ্ত হইবার সংগে সংগে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন;

(ঝ) কোন ব্যক্তি কোন বিস্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিলে, বহন করিলে অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা কোন কিছু তৈরী করিলে বা তৈরী করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলে অবিলম্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন;

(ঞ) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সন্ধান পাইলে তাহাদেরকে সংশ্লিষ্ট থানায় বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণের লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত দায়িত্ব পালন ছাড়াও দফাদার নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালন করিবেন, যথা ঃ—

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক সরবরাহকৃত একটি নোটবুক সংরক্ষণ করিবেন এবং উহাতে তফসিল-৬ এ বর্ণিত ছকে তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করিবেন, যাহা, প্রয়োজনে, থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক থানায় দাখিল করিবেন;

(খ) সমগ্র ইউনিয়ন এলাকায় নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য দায়িত্ব পালন করিবেন এবং গ্রামে পাহারা দিবেন;

(গ) সপ্তাহে ১(এক) দিন থানায় প্যারেডে অংশগ্রহণ করিবেন এবং দাপ্তরিক প্রয়োজনে অথবা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসারের থানায় হাজিরা প্রদান করিবেন;

(ঘ) অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে কর্তব্য পালনে অসমর্থ হইলে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানকে অবহিত করিবেন এবং অবিলম্বে জ্যেষ্ঠতা ও কর্মতৎপরতার ভিত্তিতে একজন মহল্লাদারকে সাময়িকভাবে দফাদারের দায়িত্ব প্রদান করিয়া বিষয়টি অন্যান্য সকল মহল্লাদারকে অবহিত করিবেন।

(৪) মহল্লাদারের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা ঃ—

(ক) ইউনিয়ন পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত এলাকায় নিয়মিত টহল ও পাহারা দেওয়া;

(খ) নিজ কর্মস্থল থানার ১০(দশ) কিলোমিটারের মধ্যে হইলে সপ্তাহে ১(এক) বার এবং কর্মস্থলের দূরত্ব থানার ১০(দশ) কিলোমিটারের অধিক হইলে প্রতি ২(দুই) সপ্তাহে একবার থানায় প্যারেডে অংশগ্রহণ করিতে হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি অন্য কোন দায়িত্ব পালনের জন্য থানায় উপস্থিতি এই প্যারেডের অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(গ) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের দফাদারের আইন সংগত সকল আদেশ পালন;

(ঘ) থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ ও অর্পিত দায়িত্ব পালন;

(ঙ) ইউনিয়ন পরিষদের কর, রেইট, ফি, ইত্যাদি আদায়ের কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিকে, উক্ত দায়িত্ব পালনে, প্রয়োজনে, সহায়তা প্রদান;

(চ) অসুস্থতা বা অন্য কোন যুক্তিসংগত কারণে দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হইলে, অবিলম্বে দফাদারকে অবহিতকরণ;

(ছ) গ্রাম আদালত সম্পর্কে প্রাপ্ত জ্ঞান সঠিকভাবে জনসাধারণকে অবহিতকরণ;

(জ) নিজ দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকায় গ্রাম আদালতের নোটিশ জারিকরণ;

(ঝ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্দেশ অনুসারে গ্রাম আদালত পরিচালনার সময় আদালতের নিরাপত্তা রক্ষা করা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা;

(ঞ) কম্পিউটার ইন্টারনেট ব্যবহারের মাধ্যমে কোন অপরাধ সংঘটিত হওয়ার খবর প্রাপ্ত হইবার সংগে সংগে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

(ট) কোন ব্যক্তি কোন বিষ্ফোরক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় করিলে, বহন করিলে অথবা বিস্ফোরক দ্রব্য দ্বারা কোন কিছু তৈরী করিলে বা তৈরী করিবার প্রস্তুতি গ্রহণ করিলে অবিলম্বে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অবহিতকরণ;

(ঠ) মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের সন্ধান পাইলে তাহাদেরকে সংশ্লিষ্ট থানায় বা চিকিৎসকের নিকট প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সাধারণ আচরণ ও শৃঙ্খলা ভঙ্গজনিত কারণে গৃহীত ব্যবস্থা, ইত্যাদি

২২। **গ্রাম পুলিশ বাহিনীর আচরণ ও শৃঙ্খলা**।—গ্রাম পুলিশ বাহিনী—

(ক) এই বিধিমালার সকল বিধান মানিয়া চলিবেন;

(খ) সততা, নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের সহিত ইউনিয়ন পরিষদের চাকুরি করিবেন; এবং

(গ) যে পরিষদের এখতিয়ার ও নিয়ন্ত্রণে আপাততঃ কর্মে নিয়োজিত রহিয়াছেন তদকর্তৃক, সময়ে সময়ে, প্রদত্ত সকল আদেশ ও নির্দেশ পালন করিবেন এবং মানিয়া চলিবেন।

(২) গ্রাম পুলিশ বাহিনী—

(ক) কোন রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করিবেন না, উহার সাহায্যার্থে চাঁদা দান বা অন্য কোন উপায়ে উক্ত কার্যক্রমে সহায়তা করিবেন না;

(খ) ইউনিয়ন পরিষদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন কার্যকলাপে নিজেকে জড়িত করিবেন না;

(গ) তাহার অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত দায়িত্বে অনুপস্থিত থাকিবেন না কিংবা চাকুরিস্থল ত্যাগ করিবেন না;

(ঘ) পরিষদের সহিত লেনদেন রহিয়াছে কিংবা লেনদেন থাকার সম্ভাবনা রহিয়াছে এমন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোন দান বা উপহার গ্রহণ করিবেন না;

(ঙ) কোন বীমা কোম্পানীর এজেন্ট হিসাবে কাজ করিবেন না;

(চ) কোন ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে নিয়োজিত হইবেন না কিংবা নিজে বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে অনুরূপ কোন ব্যবসা পরিচালনা করিবেন না; এবং

(ছ) পরিষদের পূর্বনামোদন ব্যতিরেকে, বাহিরের কোন অবৈতনিক বা বৈতনিক চাকুরি গ্রহণ করিবেন না।

(৩) গ্রাম পুলিশ বাহিনী পরিষদের নিকট বা চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যের নিকট সরাসরি কোন ব্যক্তিগত নিবেদন পেশ করিতে পারিবেন না, কোন নিবেদন থাকিলে, তাহা তাহার অব্যবহিত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার মাধ্যমে পেশ করিতে হইবে।

(৪) গ্রাম পুলিশ বাহিনী তাহার চাকুরি সম্পর্কিত কোন দাবীর সমর্থনে পরিষদ বা উহার কোন সদস্য বা কর্মকর্তার উপর রাজনৈতিক বা বাহিরের কোন প্রভাব বিস্তার করিবেন না অথবা বিস্তারের চেষ্টা করিবেন না।

(৫) গ্রাম পুলিশ বাহিনী তাহার কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য সরাসরি কোন মন্ত্রী বা সংসদ সদস্য বা অন্য কোন সরকারি বা বেসরকারি ব্যক্তির শরণাপন্ন হইবেন না।

(৬) গ্রাম পুলিশ বাহিনী পরিষদের বিষয়াদি সম্পর্কে সংবাদপত্র বা অন্য কোন গণমাধ্যমের সহিত কোন যোগাযোগ স্থাপন করিবেন না।

(৭) প্রত্যেক দফাদার ও মহল্লাদার অভ্যাসগত ঋণগ্রস্থতা পরিহার করিবেন।

২৩। **দফাদার ও মহল্লাদারের শৃঙ্খলা ভঙ্গ, ইত্যাদি।—(১)** যদি কোন দফাদার বা মহল্লাদার,

(ক) দায়িত্ব পালনে গুরুতর অবহেলা করেন;

(খ) দুর্নীতি করেন;

(গ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ২০১১ এর বিধি ৩৩ এ বর্ণিত আচরণ ও শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজ করেন; অথবা

(ঘ) বিধি ২২ এর পরিপন্থী কাজ করেন বা এই বিধিমালার কোন বিধান লংঘন করেন;

তাহা হইলে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট দফাদার বা মহল্লাদারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ আনিয়া উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট প্রেরণ করিতে পরিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন উপজেলা নির্বাহী অফিসার দফাদার বা মহল্লাদারের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অভিযোগ পাইলে ১৫(পনের) কর্মদিবসের মধ্যে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা তাহার কোন উপযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে বিষয়টি আইনানুগভাবে নিষ্পত্তি করিবেন এবং চেয়ারম্যান ও সংশ্লিষ্ট দফাদার বা মহল্লাদারকে অবহিত করিবেন।

২৪। **দণ্ডের ভিত্তি।**—বিধি ২৩ এর সামগ্রকতাকে ক্ষুণ্ন না করিয়া নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি এই মর্মে নিশ্চিত হন যে কোন দফাদার ও মহল্লাদারকে চাকুরিতে রাখা সমীচীন নহে তাহা হইলে পরিষদ বা, ক্ষেত্র বিশেষে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট দফাদার বা মহল্লাদারের উপর এক বা একাধিক দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন, তবে দণ্ড আরোপের ক্ষেত্রে উহার ভিত্তি হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

যদি গ্রাম পুলিশ বাহিনী—

(ক) তাহার দায়িত্ব পালনে অবহেলার দায়ে দোষী হন; অথবা

(খ) অসদাচরণের দায়ে দোষী হন;

(গ) পলায়নের দায়ে দোষী হন;

(ঘ) অদক্ষ হন অথবা দক্ষতা হারাইয়া ফেলেন;

(ঙ) বিধি ২৩ এর উপ-বিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক কারণে দুর্নীতিপরায়ণ হন বা যুক্তিসংসগতভাবে দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া বিবেচিত হন, যথা :—

(অ) তিনি বা তাহার কোন পোষ্য বা তাহার মাধ্যমে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি তাহার প্রকাশ্য আয়ের উৎসের সহিত অসংগতিপূর্ণ এইরূপ অর্থ-সম্পদ বা সম্পত্তি দখলে রাখেন যাহা অর্জনের যৌক্তিকতা দেখাইতে তিনি ব্যর্থ হন;

(আ) তাহার প্রকাশ্য আয়ের সংগে সংগতি রক্ষা না করিয়া জীবনযাপন করেন;

(ই) চুরি, আত্মসাৎ, তহবিল তসরূপ বা প্রতারণার দায়ে দোষী হন; অথবা

(চ) পরিষদ বা জাতীয় নিরাপত্তা হানিকর বা নাশকতামূলক কোন কর্মে লিপ্ত হন বা অনুরূপ কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে, অথবা এইরূপ অন্যান্য ব্যক্তিদের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উক্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণ পরিষদ বা জাতীয় নিরাপত্তার হানিকর বা নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত রহিয়াছেন।

২৫। **দণ্ডসমূহ**।—(১) এই বিধিমালার অধীনে নিম্নবর্ণিত দণ্ডসমূহ আরোপযোগ্য হইবে, যথা :—

(ক) **লঘুদণ্ডঃ**—

(অ) তিরস্কার;

(আ) ভাল আচরণের জন্য প্রাপ্ত পদক প্রত্যাহার;

(ই) অর্থদণ্ড (বেতনের ১০% এর বেশি নয়)।

(খ) **গুরুদণ্ডঃ**—

(অ) নিম্নপদে অবনমিতকরণ (দফাদারের ক্ষেত্রে);

(আ) পরিষদের আর্থিক ক্ষতির (অংশবিশেষ বা সম্পূর্ণ) তাহার বেতন বা অন্য কোন খাতের পাওনা হইতে আদায়করণ;

(ই) চাকুরি হইতে অপসারণ; এবং

(ঈ) চাকুরি হইতে বরখাস্তকরণ।

(২) কোন দফাদার ও মহল্লাদার চাকুরি হইতে অপসারণের ক্ষেত্রে নহে, বরং চাকুরি হইতে বরখাস্তের ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে পরিষদের চাকুরিতে নিযুক্ত হওয়ার অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

২৬। **লঘু দণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি**।—(১) এই বিধিমালার অধীনে কোন দফাদার ও মহল্লাদারের বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ যদি এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তাহাকে তিরস্কার অপেক্ষা কঠোরতর কোন দণ্ড প্রদান করা হইবে, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগসমূহ তাহাকে লিখিতভাবে জানাইবেন এবং অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদার কর্তৃক অভিযোগনামা প্রাপ্তির ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তাহার আচরণের কৈফিয়ত দেওয়ার জন্য এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানী করিবার জন্য ইচ্ছা পোষণ করেন কি না তাহা জানাইবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিবেন; এবং

(খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদার কর্তৃক পেশকৃত কৈফিয়ত, যদি কিনা থাকে, বিবেচনা করিবেন এবং তিনি যদি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগ দেওয়ার পর অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি তিনি কৈফিয়ত পেশ না করিয়া থাকেন তবে এইরূপ সময়ের মধ্যে তাহাকে কারণ লিপিবদ্ধ করতঃ—

(অ) যে কোন লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা

(আ) অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা

(ই) একজন তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে পারিবেন;

(২) উপ-বিধি (১) এর দফা (খ) এর উপ-দফা (ই) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃপক্ষের নিকট তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তদন্তের প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত প্রতিবেদন পাইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, অধিকতর তদন্তের জন্য আদেশ দিতে পারিবেন।

(৪) অধিকতর তদন্তের ফলাফল ও প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে উপ-বিধি (১) এর অধীনে কোন দফাদার ও মহল্লাদারের বিরুদ্ধে কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কারের দণ্ড প্রদান করা হইবে, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ব্যক্তিগতভাবে তাহার শুনানী গ্রহণ করতঃ দণ্ডের কারণ লিপিবদ্ধ করিবার পর অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদারের প্রতি উক্ত দণ্ড আরোপ করিতে পারিবেন, তবে যদি অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদার উপস্থিত না হন বা উপস্থিত হইতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে শুনানী ব্যতিরেকেই তাহার উপর উক্ত দণ্ড আরোপ করা যাইবে, অথবা এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবার পর অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আরোপ করা যাইবে এবং যদি অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদার দাবী করেন যে, তাহাকে লিখিতভাবে অভিযোগ জানাইতে হইবে, তাহা হইলে এই বিধিমালায় বর্ণিত প্রযোজ্য পদ্ধতি অনুসরণক্রমে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে তিরস্কার অপেক্ষা গুরুতর দণ্ড আরোপ করা যাইবে।

২৭। গুরুদণ্ডের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।—(১) যেক্ষেত্রে কোন দফাদার ও মহল্লাদারের বিরুদ্ধে এই বিধিমালার অধীন কোন কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিমত পোষণ করেন যে, অভিযোগ প্রমাণিত হইলে গুরুদণ্ড আরোপ করা সমীচীন ও প্রয়োজন, তাহা হইলে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) অভিযোগনামা প্রণয়ন করিবেন এবং প্রস্তাবিত দণ্ডের বিষয় উহাতে উল্লেখ করিবেন ও যে সকল অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযোগনামাটি প্রণীত হইয়াছে উহার বিবরণ এবং কর্তৃপক্ষ আদেশ প্রদানের সময় অন্য যে সকল ঘটনা বিবেচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন উক্ত বিষয়ও সংশ্লিষ্ট দফাদার ও মহল্লাদারকে অবহিত করিবেন;

(খ) অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদারকে অভিযোগনামা অবহিত করিবার পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে তিনি তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনে লিখিত বিবৃতি পেশ করিবেন ও প্রস্তাবিত দণ্ড কেন তাহার উপর আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে কারণ দর্শাইবেন এবং তিনি ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর ইচ্ছা পোষণ করেন কিনা তাহাও উল্লেখ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ শেষ হইবার পূর্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ তাহাকে তাহার লিখিত বিবৃতি আবেদন পেশ করিবার জন্য আরো ১০ (দশ) কর্মদিবস বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(২) যে ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ধিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিবৃতি পেশ করেন, সেক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগ সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়াদির সাক্ষ্য প্রমাণসহ তাহার উক্ত বিবৃতি বিবেচনা করিবেন এবং অনুরূপ বিবেচনার পর কর্তৃপক্ষ যদি অভিমত পোষণ করেন যে,—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহা হইলে উক্ত অভিযোগ প্রত্যাহার করিবেন এবং তদনুসারে উক্ত কার্যধারা নিস্পত্তি হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে সূচিত কার্যধারাটি অগ্রসর হইবার পর্যাপ্ত কারণ আছে, কিন্তু তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে লঘুদণ্ড প্রদানের প্রয়োজন হইবে, তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবে শুনানীর সুযোগদান করিয়া যে কোন লঘুদণ্ড প্রদান করিতে পারিবেন অথবা লঘুদণ্ড আরোপের উদ্দেশ্যে এই অধ্যায়ে বর্ণিত পদ্ধতিতে একজন তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ ও যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা অনুসরণ করিতে পারিবেন; বা

(গ) উক্ত কার্যধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর গুরুদণ্ড আরোপের জন্য পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে, তাহা হইলে অভিযোগ তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি উল্লিখিত বা বর্ণিত সময়ের মধ্যে তাহার আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য লিখিত বিবৃতি পেশ না করেন, সেইক্ষেত্রে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত সময়সীমা বা বর্ধিত সময় শেষ হওয়ার পর অভিযুক্তের পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এমন একজন তদন্ত কর্মকর্তা বা অনুরূপ একাধিক কর্মকর্তার সমন্বয়ে অভিযোগনামায় বর্ণিত অভিযোগ তদন্তকরার জন্য তদন্ত কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্র বিশেষে, তদন্ত কমিটি তদন্তের আদেশ দানের তারিখ হইতে ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে তদন্তের কাজ শুরু করিবেন এবং এই বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে তদন্ত পরিচালনা করিবেন এবং তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তাহার বা উহার তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা বা তদন্ত কমিটির তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রতিবেদনটি বিবেচনা করিবেন ও উক্ত অভিযোগের উপর উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উক্ত প্রতিবেদনের কপিসহ সিদ্ধান্তটি জানাইবেন।

(৬) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যদি উপ-বিধি (৫) মোতাবেক গুরুদণ্ড আরোপের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তবে প্রস্তাবিত দণ্ড অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেন আরোপ করা হইবে না তৎসম্পর্কে ৭ (সাত) কর্মদিবসের মধ্যে তাহাকে কারণ দর্শাইবার নির্দেশ দিবেন।

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত সময় অতিবাহিত হইবার পর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত কার্যধারার উপর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অভিযুক্তকে অবহিত করিতে হইবে।

(৮) এই বিধির অধীনে তদন্ত কার্যধারায় পর্যাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ লিপিবদ্ধ থাকিতে হইবে, এবং যেক্ষেত্রে কোন তদন্ত কর্মকর্তা নিযুক্ত বা তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত কর্মকর্তা বা কমিটির যুক্তিসংগত কারণ সম্বলিত তদন্তের প্রতিবেদন থাকিতে হইবে।

(৯) এই অধ্যায়ের অধীন সম্পাদিত সকল তদন্ত কার্যধারা গোপনীয় বলিয়া গণ্য হইবে।

২৮। **ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ক্ষেত্রে তদন্তের পদ্ধতি।**—(১) বিধি ২৪ এর দফা (চ) অনুসারে কোন দফাদার বা মহল্লাদারের বিরুদ্ধে কার্যধারা সূচনা করিবার ক্ষেত্রে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ—

(ক) লিখিত আদেশ দ্বারা তাহার ব্যাপারে যে ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব করেন, সেই ব্যবস্থা এবং সেই ব্যবস্থা গ্রহণের ভিত্তিসমূহ সম্পর্কে তাহাকে অবহিত করিবেন; এবং

(খ) উপ-বিধি (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটির নিকট প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিপক্ষে কারণ দর্শাইবার জন্য তাহাকে যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে পরিষদ বা জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান সমীচীন নহে, সেক্ষেত্রে তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(২) এই বিধির অধীনে কোন কার্যধারায় তদন্ত সম্পূর্ণ করিবার জন্য নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করিবে।

(৩) উপ-বিধি (২) এর অধীনে গঠিত তদন্ত কমিটি অভিযোগের তদন্ত করিবেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে পেশ করিবেন এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত প্রতিবেদনের উপর যেরূপ উপযুক্ত বলিয়া মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।

২৯। **তদন্ত কর্তকর্তা কর্তৃক অনুসরণীয় কার্যপদ্ধতি।**—(১) তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিদিন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে শুনানী অনুষ্ঠান করিবেন এবং কারণ লিপিবদ্ধ না করিয়া উক্ত শুনানী মুলতবী রাখিবেন না।

(২) এই বিধির অধীন পরিচালিত তদন্তের ক্ষেত্রে,—

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে সকল অভিযোগ অস্বীকার করেন নাই সেই সকল অভিযোগ সম্পর্কে মৌখিক সাক্ষ্যর শুনানীও লিপিবদ্ধ করা হইবে ও অভিযোগের ব্যাপারে প্রাসঙ্গিক বা গুরুত্বপূর্ণ দালিলিক সাক্ষ্য বিবেচিত হইবে;

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার প্রতিপক্ষের সাক্ষীগণকে জেরা করিবার ও ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষ্য প্রদান করিবার এবং তাহার পক্ষ সমর্থন করিবার জন্য কোন সাক্ষীকে তলব করিবার অধিকারী হইবেন;

(গ) অভিযোগের সমর্থনে অভিযোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয় উপস্থাপনকারী ব্যক্তি, অভিযুক্ত ব্যক্তি এবং তাহার তলবকৃত সাক্ষীগণকে জেরা করিবার অধিকারী হইবেন;

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাসংগিক নথিপত্র দেখিবার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন, তবে তাহাকে নথির টোকার অংশ কোন প্রকারই দেখিতে দেওয়া যাইবে না; এবং

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে লিখিত বিবৃতি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হইবে, তিনি তাহা লিখিত স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া কোন নিদিষ্ট সাক্ষীকে বা কোন নির্দিষ্ট সাক্ষ্য তলব করিতে বা গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

(৪) নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ অভিযোগের সমর্থনে তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট বিষয়টি উপস্থাপনের জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনীত করিতে পারিবেন।

(৫) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তদন্তের অগ্রগতিতে বাধা প্রদান বা প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন, তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সতর্ক করিয়া দিবেন; এবং ইহার পরও যদি দেখিতে পান যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহা অমান্য করিয়া কাজ করিতেছেন তাহা হইলে তিনি সেই মর্মে তাহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ন্যায় বিচারের জন্য তিনি যে পদ্ধতি সর্বোত্তম বলিয়া মনে করিবেন সেই পদ্ধতিতে তদন্ত সমাপ্ত করিবেন।

(৬) তদন্তকারী কর্মকর্তা যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, অভিযুক্ত দফাদার বা মহল্লাদারের আচরণ তাঁহার কার্যকলাপের জন্য অবমাননাকর, তাহা হইলে তিনি তৎসম্পর্কিত প্রাসংগিক ঘটনাবলী ও পরিস্থিতি লিপিবদ্ধ করিবেন এবং বিষয়টি নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবেন। অতঃপর নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বিবেচনা করিলে এই অধ্যায়ে বর্ণিত বিধান মোতাবেক অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে পৃথকভাবে কার্যধারা সূচনা করিতে পারিবেন।

(৭) তদন্তকারী কর্মকর্তা তদন্ত সমাপ্তির পর ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে তাহার তদন্তের ফলাফল প্রতিবেদন আকারে নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবেন।

(৮) অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদার দোষী বা নির্দোষ কিনা তাহা উল্লেখপূর্বক তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রতিটি অভিযোগের উপর স্বীয় সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন, তবে শাস্তি বা অন্য কিছু সম্পর্কে কোন সুপারিশ করিবেন না।

৩০। **সাময়িক বরখাস্ত**।—(১) এই অধ্যায়ের অধীন কোন দফাদার বা মহল্লাদারের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগের দায়ে গুরুদণ্ড প্রদানের সম্ভাবনা থাকিলে, নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় বা সমীচীন মনে করিলে তাহাকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোন দফাদার ও মহল্লাদারের প্রতি আরোপিত চাকুরি হইতে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড কোন আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা বা উহার ফলে বাতিল বা অকার্যকর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ, বিষয়টির পরিস্থিতি বিবেচনার পর মূলতঃ যে অভিযোগের ভিত্তিতে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড দেওয়া হইয়াছিল সেই ব্যাপারে, তাহার বিরুদ্ধে আরও তদন্তকার্য চালাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত বরখাস্ত বা অপসারণের দণ্ড আরোপের মূল আদেশের তারিখ হইতে উক্ত দফাদার ও মহল্লাদার সাময়িকভাবে বরখাস্ত হইয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবেন।

(৩) কোন দফাদার বা মহল্লাদার সাময়িকভাবে বরখাস্ত থাকিবার সময়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি বিধান অনুযায়ী খোরাকী ভাতা, ইউনিয়ন পরিষদের নিজস্ব তহবিল হইতে, প্রাপ্য হইবেন।

৩১। **ফৌজদারী মামলা, ইত্যাদিতে অভিযুক্ত দফাদার ও মহল্লাদার।**—ঋণ বা ফৌজদারী অপরাধের দায়ে কোন দফাদার ও মহল্লাদার কারাগারে সোপর্দ হওয়ার কারণে কর্তব্য হইতে অনুপস্থিত থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে মামলার পরিসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত এইরূপ অনুপস্থিতিকালের জন্য তিনি সাময়িকভাবে বরখাস্ত গণ্যে কোন বেতন বা ভাতাদি প্রাপ্য হইবেন না, তবে খোরাকি ভাতা পাইবেন।

৩২। **পুনর্বহাল।**—(১) বিধি ৩০ এর বিধান মোতাবেক সাময়িকভাবে বরখাস্তকৃত কোন দফাদার বা মহল্লাদারকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত, অপসারণ, পদাবনত (ক্ষেত্র বিশেষে), বা অবসর প্রদান করা না হইয়া থাকিলে সংশ্লিষ্ট দফাদার বা মহল্লাদারকে তাহাকে চাকুরিতে পুনর্বহাল করিতে হইবে এবং তিনি উক্ত সময়ে কর্তব্যরত ছিলেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধান সাপেক্ষে সাময়িকভাবে বরখাস্ত কোন দফাদার বা মহল্লাদারকে পুনর্বহালের বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নিয়মনীতি, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৩৩। আদেশের বিরুদ্ধে আপীল।—(১) কোন দফাদার বা মহল্লাদার এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত যে কোন দণ্ডের বিরুদ্ধে বিধি ৩৪ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক জেলা প্রশাসকের নিকট আপীল করিতে পারিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত বিষয়সমূহ বিবেচনা করিবেন, যথাঃ—

(ক) এই বিধিমালায় নির্ধারিত পদ্ধতি পালন করা হইয়াছে কি না, না হইয়া থাকিলে উহার কারণে ন্যায় বিচারের হানি হইয়াছে কি না;

(খ) অভিযোগসমূহের উপর প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ন্যায়সংগত কি না;

(গ) আরোপিত দণ্ড মাত্রাতিরিক্ত, পর্যাপ্ত বা অপর্যাপ্ত কি না।

(৩) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনার পর জেলা প্রশাসকের নিকট যে আদেশ দান করা উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে জেলা প্রশাসক সেই আদেশ প্রদান করিবেন, এবং উক্ত আদেশই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

৩৪। **আপীল দায়েরের পদ্ধতি, ইত্যাদি।**—(১) প্রত্যেক ব্যক্তি আলাদাভাবে এবং নিজ নামে আপীল দায়ের করিবেন।

(২) আপীল কর্তৃপক্ষকে সম্বোধন করিয়া আপীল দায়ের করিতে হইবে, আপীলকারী যে সকল প্রয়োজনীয় বক্তব্য ও যুক্তির উপর নির্ভর করেন তাহা আপীল আবেদনে থাকিতে হইবে, আপীলে কোন অসম্মানজনক বা অশোভন ভাষা ব্যবহার করা যাইবে না এবং আবেদন স্বয়ংসম্পূর্ণ হইবে।

৩৫। **আপীলের সময়সীমা।**—যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হইবে সংশ্লিষ্ট দফাদার ও মহল্লাদার তৎসম্পর্কে অবহিত হওয়ার ৩(তিন) মাসের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে আপীল দরখাস্ত দাখিল না করিলে উক্ত আপীল দরখাস্ত গ্রহণযোগ্য হইবে না ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বিলম্বের কারণ সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইয়া যথাযথ মনে করিলে কর্তৃপক্ষ উক্ত ৩(তিন) মাস অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও পরবর্তী ১ (এক) মাসের মধ্যে কোন আপীল দরখাস্ত বিবেচনার জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৬। **অসুবিধা দূরীকরণ।**—এই বিধিমালায় যে সকল বিষয়ে বিধান করা হয় নাই সেই সকল বিষয়ে সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, আদেশ বা নির্দেশ যতদূর সম্ভব, গ্রাম পুলিশ বাহিনীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, তবে এইরূপ কোন বিষয়ে সরকারি কোন বিধান প্রয়োগ বা অনুসরণে অসুবিধা দেখা দিলে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্ত বিষয়ে প্রযোজ্য বা অনুসরণীয় পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে এবং এই বিষয়ে সরকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

৩৭। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**—(১) এই বিধিমালা কার্যকর হইবার সংগে সংগে The East Pakistan Union Council (Village Police Forec) Rules, 1968 রহিত হইবে।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিতকৃত বিধিমালার অধীন কৃত বা চলমান কার্য অথবা গৃহীত ব্যবস্থা এই বিধিমালার অধীন কৃত বা চলমান অথবা গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) রহিতকৃত বিধিমালার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত দফাদার ও মহল্লাদার এর চাকুরি এমনভাবে অব্যাহত ও চলমান থাকিবে যেন তাহারা এই বিধিমালার অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৪) রহিতকৃত বিধিমালার অধীন কোন কার্যধারা নিষ্পত্তি করিবার বা চলমান রাখিবার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা বা শূন্যতা দেখা দিলে উহা রহিতকৃত Rules এর অধীনেই এমনভাবে নিষ্পন্ন করা বা চলমান রাখা যাইবে যেন এই বিধিমালা কার্যকর হয় নাই।

তফসিল-১

[বিধি ২(৯), (১০) ও (১৫) এবং ৪, ৫ ও ৬ দ্রষ্টব্য]

ক্রমিক নং	পদের নাম	সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে বয়সসীমা	নিয়োগ পদ্ধতি	প্রয়োজনীয় যোগ্যতা
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)
১.	দফাদার		পদোন্নতির মাধ্যমে	মহল্লাদার পদে অন্যূন ৭ (সাত) বৎসরের চাকুরি।
২.	মহল্লাদার	অনূর্ধ্ব ৩০ বৎসর	সরাসরি নিয়োগের মাধ্যমে	কোন স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান হইতে অষ্টম শ্রেণী উত্তীর্ণ অথবা কোন স্বীকৃত বোর্ড হইতে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট বা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।

তফসিল-২

[বিধি ৬ দ্রষ্টব্য]

মহল্লাদার পদের নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রার্থীর প্রয়োজনীয় শারীরিক যোগ্যতা ঃ—

পুরুষ প্রার্থীর ক্ষেত্রে—

(অ) সর্বনিম্ন উচ্চতা ৫ ফুট ২ ইঞ্চি;

(আ) বুকের মাপ ৩০ ইঞ্চি (স্বাভাবিক); ৩২ ইঞ্চি (সম্প্রসারণ);

(ই) সর্বনিম্ন ওজন ৫০ কেজি;

মহিলা প্রার্থীর ক্ষেত্রে—

(অ) সর্বনিম্ন উচ্চতা ৫ ফুট;

(আ) সর্বনিম্ন বুকের মাপ ২৮ (স্বাভাবিক); ৩০ ইঞ্চি (সম্প্রসারণ);

(ই) সর্বনিম্ন ওজন ৪৫ কেজি।

তফসিল-৩

[বিধি ৮(২) দ্রষ্টব্য]

মহল্লাদার পদে সুপারিশকৃত প্রার্থীর, প্রয়োজনীয় তথ্যাদি ঃ-

(১) প্রার্থীর তথ্যঃ

(ক) নাম ঃ

(খ) পিতার/স্বামীর নামঃ

(গ) মাতার নামঃ

(ঘ) বয়স/জন্ম তারিখ (জন্ম সনদ দাখিল করিতে হইবে)ঃ

(ঙ) ভোটার আই.ডি. নম্বরঃ

(চ) ঠিকানাঃ

(ছ) শারীরিক যোগ্যতার পরিমাপঃ

(জ) প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

(২) ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ

(৩) মহল্লাদারের শূন্য পদের সংখ্যাঃ

(৪) প্রাপ্ত দরখাস্তের সংখ্যাঃ

(৫) সুপারিশ করার পক্ষে যুক্তিঃ

তফসিল-৪

[বিধি ১৫(৬) দ্রষ্টব্য]

গ্রাম পুলিশ বাহিনীর জন্য, থানায় ১(এক) মাসের, মেয়াদী প্রশিক্ষণের বিষয় ও উহাদের তত্ত্বাবধানঃ

বিষয়		তত্ত্বাবধান
(১)		(২)
১।	শরীরচর্চা ও প্যারেড	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
২।	আইন-শৃংখলা সম্পর্কিত	থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা
৩।	গ্রাম পুলিশের দায়িত্ব, ক্ষমতা, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিষয়ে এই বিধিমালার বিধানাবলী	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৪।	ইউনিয়ন পরিষদের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ সম্পর্কিত বিভিন্ন নির্দেশাবলী	উপজেলা নির্বাহী অফিসার
৫।	গ্রাম আদালতের কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্পর্কিত দায়িত্বাবলী, ইত্যাদি	উপজেলা নির্বাহী অফিসার

তফসিল-৫

[বিধি ১৮ দ্রষ্টব্য]

দ্রব্যাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি সংক্রান্ত তথ্যাদি

নামঃ ....

পদবী ঃ (দফাদার/মহল্লাদার) ....

ইউনিয়ন পরিষদের নামঃ ....

উপজেলাঃ .... জেলাঃ ....

<u>টেবিল</u>

তারিখ	দ্রব্যাদি, পোষাক পরিচ্ছদ, সরঞ্জামাদি ইত্যাদির বিবরণ	দফাদার/মহল্লাদারের স্বাক্ষর	চেয়ারম্যানের স্বাক্ষর
(১)	(২)	(৩)	(৪)

তফসিল-৬

[বিধি ২১(৩) দ্রষ্টব্য]

দফাদার কর্তৃক দাখিলকৃত তথ্যাদি

তারিখ	ইউনিয়ন পরিষদের নাম	পরিদর্শনকৃত গ্রামের নাম	আগন্তক, শান্তি ভঙ্গকারী, মাদকাসক্ত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত তথ্য	মন্তব্য/সুপারিশ (যদি থাকে)
(১)	(২)	(৩)	(৪)	(৫)

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নির্দেশক্রমে,
দফাদার ঃ (নাম ও স্বাক্ষর)

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আবদুল মালেক
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

মোঃ নজরুল ইসলাম (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আলমগীর হোসেন (উপসচিব), উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd